FEB. 2 1 2006

পৃষ্ঠা ৩২ কলাম ৫

উপেক্ষিত একুশে

মাধ্যমিক স্তরের বাংলা গ্রন্থ

এ কটি স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশপ্রেমিক ও দক্ষ জনশক্তির। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক আবিষ্কারগুলোর দক্ষ ব্যবহারের সঙ্গে দেশপ্রেমচেতনার সুচারু সম্মিলন না ঘটলে তা কোন সার্বভৌম ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সুফল বয়ে না-ও আনতে পারে। এ কারণে দেশের মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের গ্রহণ করতে হয়। কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যেহেতু বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃত, সেহেতু মানুষের মনে দেশপ্রেমের বীজ বপন করার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট সময় এবং শিক্ষাস্তর। নানাভাবে শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তাদের অধ্যয়নের বিষয়গুলোতে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং দেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস বিভিন্নভাবে প্রতিফলনের মাধ্যমে এই দেশপ্রেম জাগত

ড. সৌমিত্র শেখর

করা সম্ভব। বিষয়ভেদে এরও আবার মাত্রাফের রয়েছে। যেমন : 'ইতিহাস' বিষয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগ্রামের তথ্যভিত্তিক সঠিক চিত্র তুলে ধরা যেভাবে সম্ভব, 'সমাজবিজ্ঞান' বিষয়ে তা ঠিক সেভাবে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কিন্তু 'সমাজবিজ্ঞান' বিষয়ে সমাজব্যবস্থা ও এর মানুষগুলোর জীবনযাপনের পদ্ধতি এমনভাবে উপস্থাপিত হতে পারে যাতে শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেমবোধ জাগ্রত হয়। অতএব, বিষয়ভেদ থাকতে পারে, উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে অর্থাৎ তা যদি হয় শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, তাহলে নানাভাবে সে উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব– বিষয় কোন অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক নয়।

বাংলাদেশের মানুষের দেশপ্রেমের প্রধান স্তম্ভ ১৯৭১ সালে সংঘটিত পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করা এবং স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে স্বীকার করা। শুধু তাই নয়, ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন এবং সে আন্দোলনে শহীদদের প্রতি পূর্ণ সম্মান জানানোও এই দেশপ্রেমের আর এক স্তম্ভ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম একই লক্ষ্যের ধারাবাহিকতা মাত্র। এ কারণে মাধ্যমিক স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাভিত্তিক রচনা-পাঠ শিক্ষার্থীদের মনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি তাদের মমত্ববোধ ও প্রেমাকুতি সৃষ্টি ও সংহারে সহায়ক হবে [illegible] দেহে। 'বাংলা' [illegible] অধ্যয়ন করেও শিক্ষার্থীরা এই বোধ ও আকুতিতে উদ্দীপিত হতে পারে।

> আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি সঙ্কলন করা জরুরী ছিল। কেননা এই গানের সর্বজনীন আবেদন ও গীতিকবিতা হিসাবে মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে। কিন্তু সঙ্কলক ও সম্পাদকগণ এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেননি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নীতি-নির্ধারকগণ হয়ত এ ব্যাপারে উদাসীন

মাধ্যমিক স্তরে 'বাংলা' একটি আবশ্যিক বিষয়। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীতে কবিতা ও গদ্যরচনা– এই দুইভাগে নির্বাচিত শিরোনামায় কয়েকজন লেখকের লেখা শিক্ষার্থীরা পাঠ করে থাকে। বাংলাদেশে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নামক সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থগুলো সঙ্কলন ও রচনা হয়। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গ্রন্থের নাম 'চারুপাঠ', ৭ম শ্রেণীর 'সপ্তবর্ণা', ৮ম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা', ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক বাংলা সঙ্কলন'। গ্রন্থের সঙ্কলক ও রচয়িতাদের মধ্যে মাহবুবুল হক প্রতিটি গ্রন্থের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট আছেন। শফিউল আলম সংশ্লিষ্ট আছেন প্রতিটি গ্রন্থের সম্পাদক হিসাবে। এঁরা দু'জন ছাড়াও সঙ্কলন, রচনা ও সম্পাদনায় আরও কয়েকজন পৃথকভাবে যুক্ত। উল্লিখিত শিরোনামার গ্রন্থগুলো থেকে নিজ নিজ শ্রেণীতে শিক্ষার্থিগণ নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা ও গদ্যরচনা পাঠ করে থাকেন। এই 'নির্বাচিত পাঠ'কে 'সিলেবাস' বলা হয়। সিলেবাসে কোন কোন বছর দু'একটি কবিতা বা গদ্যরচনা পরিবর্তন করা হলেও মূল কাঠামো প্রায় একই থাকে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, কোন কোন শ্রেণীতে মূল সূচীপত্রেই ভাষা আন্দোলন বা একুশের চেতনাভিত্তিক রচনার স্থান নেই। কিন্তু ধর্ম বা ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক রচনা প্রতিটি শ্রেণীতেই রয়েছে। কোন কোন শ্রেণীতে একাধিক কবিতা বা গদ্যরচনায় ধর্মের এই মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। এর কারণ কর্তৃপক্ষের নীতিগত সিদ্ধান্তের মধ্যেই নিহিত বলে মনে হয়। 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের বরাত দিয়ে প্রতিটি গ্রন্থে যে 'প্রসঙ্গ কথা' মুদ্রিত হয়েছে তাতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের যে সাধারণ লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়, তাতে বলা হয়েছে : "নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সাধারণ লক্ষ্য হলো– শিক্ষার্থীদের নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা; ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধে উদ্দীপিত করা; শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা। মূলত এ লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে নতুন পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচিত হয়েছে।" প্রতিটি বাংলা আবশ্যিক গ্রন্থে মুদ্রিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচী প্রণয়নের সাধারণ এই লক্ষ্যসমূহে দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ নেই। সেখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ধর্মীয় মূল্যবোধকে সর্বাগ্রে, এর পরে সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধ। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই ধর্মীয় মূল্যবোধও একটি বিশেষ ধর্মভিত্তিক। কেননা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী অবধি কোন শ্রেণীতেই ইসলাম ধর্মভিত্তিক রচনা ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীর ওপর বা অন্য ধর্মের মহাপুরুষদের জীবন বা কর্মভিত্তিক কোন কিছু স্থান পায়নি। অতএব এই ধর্মীয় 'মূল্যবোধে'র অর্থ 'ইসলামী ধর্মীয় মূল্যবোধ'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার সঙ্গে এই লক্ষ্যের বৈপরীত্য রয়েছে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিলো স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম প্রেরণা।

'দেশপ্রেমের' কথা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকার চেয়ারম্যান মহোদয়ের বক্তব্যে এসেছে, তবে নিতান্তই গৌণ হয়ে। তাঁর বক্তব্যের প্রথমাংশে নয়, দ্বিতীয়াংশে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষার্থীকে ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের সঙ্গে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধও হতে হবে। অর্থাৎ দেশপ্রেম বিষয়টি কর্তৃপক্ষের সাধারণ লক্ষ্যের মধ্যে নেই। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর গ্রন্থে চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর বক্তব্যে 'দেশপ্রেম' নিয়ে একটি শব্দও লেখেননি। অতএব, বোঝাই যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষের নীতিগত সিদ্ধান্তের মধ্যেই দেশপ্রেম বা দেশপ্রেমের প্রধান স্তম্ভগুলোর একটি– একুশের চেতনার স্থান নেই অথবা অতি সামান্য। এ কারণে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে মোট ১৬টি গদ্যরচনা থাকলেও সেখানে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কোন কিছুই নির্বাচন করা হয়নি। ৭ম শ্রেণীতে ১৬টি গদ্যরচনায় একটিও ভাষা আন্দোলনভিত্তিক লেখা নেই! ৮ম শ্রেণীতে ১৮টি গদ্যরচনার মধ্যে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কোন রচনার স্থান হয়নি। অন্যদিকে, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ৩০টি করে কবিতা ও গদ্যরচনা থাকলেও সেখানে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক মাত্র ১টি করে কবিতা ও গদ্যরচনা স্থান পেয়েছে। অথচ, ইসলাম ধর্ম বা ধর্মসংশ্লিষ্ট লেখা প্রতিটি শ্রেণীতে এ রকম : ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১টি, ৭ম শ্রেণীতে ৩টি, ৮ম শ্রেণীতে ১টি, ৯ম-১০ম শ্রেণীতে ৪টি।

ভাষা আন্দোলনের চেতনাভিত্তিক কোন গদ্যরচনা ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা আবশ্যিক গ্রন্থসমূহে স্থান পায়নি। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত গ্রন্থে শুধু মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকটির শেষাংশ নির্বাচন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, বলতে হয়, নির্বাচনটি একুশের চেতনাভিত্তিক। নাটকটির মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের চলমানতা ও (ছায়ামূর্তিদের) অনমনীয় মনোভাবের যে স্পর্ধিত প্রকাশ ঘটেছে, সেই চেতনা কৈশোরোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তবে এ কথাও সত্য, নাটকটি রূপকাশ্রিত, উপরন্তু এর শুধু শেষাংশ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। নাটকটির পূর্ণ পরিচয় ও এর মধ্যে রসায়িত চেতনা শিক্ষার্থীদের অনুধাবন করার পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগ এই পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা বা এর কর্তৃপক্ষ দেননি। গৃহশিক্ষক বা শ্রেণীশিক্ষকের সক্রিয় সহায়তা ছাড়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই নাটকের মর্মার্থ উদ্ধার না করারই কথা। অথচ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের চেতনাভিত্তিক একাধিক ছোটগল্প গদ্য হিসাবে পাঠ্যতালিকায় সংযোজিত হ[illegible] পারত। এ ধরনের ছোটগল্পের কোন অভাব নেই। কোন একাঙ্কিকাও নির্বাচন করার সুযোগ ছিল, যেখানে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাটি মুখ্য করা হয়েছে। [illegible], ৭ম, ৮ম শ্রেণীতে এ[illegible] ধরনের গদ্যরচনা নির্বাচন করে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে 'কবর' নাটকের অংশবিশেষ পাঠ্যতালিকায় থাকলে সেটাই হতো সঙ্গত ও পারম্পর্যসম্পন্ন। তা না থাকাতে ৯ম/১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছে ভাষা আন্দোলনের চেতনানির্ভর এই গদ্যরচনাটির মর্মার্থ দুর্বোধ্যতায় হারিয়ে যেতে পারে। গদ্যরচনা না থাকলেও কবিতা প্রতিটি শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় রয়েছে। তবে একটি করে যেমন : ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জসীম উদ্‌দীনের 'বাংলা ভাষা'; ৭ম শ্রেণীতে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'একুশের দিন'; ৮ম শ্রেণীতে আল মাহমুদের 'একুশের কবিতা'; ৯ম/১০ম শ্রেণীতে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'মাগো ওরা বলে'। এই কবিতার প্রতিটিতেই একুশের চেতনা ভাষারূপ পেয়েছে। যদিও গুণগত উৎকর্ষ বিচারে ও শিক্ষার্থীদের মানসিকতা অনুসারে শ্রেয়তর ও আরও উপযোগী কবিতা নির্বাচন করা যেত। বিশেষ করে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি সঙ্কলন করা জরুরী ছিল। কেননা এই গানের সর্বজনীন আবেদন ও গীতিকবিতা হিসাবে মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে। কিন্তু সঙ্কলক ও সম্পাদকগণ এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেননি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নীতি-নির্ধারকগণ হয়ত এ ব্যাপারে উদাসীন। এ ধরনের দুঃখজনক উদাসীনতা পাঠ্যপুস্তকে একুশের চেতনা প্রতিফলনের ব্যাপারেই শুধু নয়, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলনের ব্যাপারেও দেখা যায়। সে এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।